কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক আলোচনা সভা
স্থান—মাহিনী উচ্চ বিদ্যালয়, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
তারিখ— ২৯ আগষ্ট, শুক্রবার ২০১৪
আয়োজনে— কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক ফাউন্ডেশন।

১. কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার মাহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৯শে আগষ্ট কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ, কৃষক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক, স্থানীয় প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ বিভিন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

২. আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুল মোমেন ভূঁইয়া, বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন, অতিথির সারিতে ছিলেন মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল নুরুল হুদা, মাওলানা সাদিকুর রহমান, আব্দুল মালেক প্রমুখ।

৩. সভা পরিচালনা করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের কোর- টিম সদস্য জনাব একরাম হোসেন। সভার শুরুতে তিনি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে পরিচিতিমূলক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি সভায় উপস্থিত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গকে তাদের শৈশব স্মৃতিতে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন, আজ থেকে তিরিশ- চল্লিশ বছর আগে শৈশবে কেমন ছিল তাদের চারপাশের পরিবেশ; আর আজ চারপাশে তারা তাদের জীবন অভিজ্ঞতায় কী দেখতে পাচ্ছেন, তাদের বক্তব্যে সেসব বিষয় উঠে এলে কৃষিজমি, শস্য- শ্যামলা বাংলাদেশ যে দ্রুত কৃষি জমি হারিয়ে ফেলছে, হারিয়ে ফেরছে তার চিরচেনা রূপ, জলাভূমি, চিরসবুজ রূপ সেসব অনুধাবন করা যাতে সহজতর হয়।

৪. এরপর কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন। তিনি তার বক্তব্যে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের কী রূপে গিয়ে দাঁড়াবে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন সরকারি হিসেবেই প্রতিবছর আমাদের দেশের এক শতাংশ করে কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিকল্পনাহীনভাবে যেখানে সেখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, ইটভাটা নির্মাণ ইত্যাদির কারণে। এই ধারা একইভাবে চলতে থাকলে ১৯৫০ সালে আমাদের দেশের জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৮ কোটিতে, যে হারে আমাদের কৃষি জমিগুলো বিলীন হয়ে যাচ্ছে তখন দেখা যাবে, চাষের জন্য, কৃষির জন্য জমিজমা আর অবশিষ্ট নেই। একদিকে আমাদের বিপুল জনসংখ্যা আরেকদিকে চাষযোগ্য জমি নেই এসব আমাদের এখন থেকেই ভাবতে হবে। এখনই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে রাস্তাঘাট। কোথাও যেতে হলে রাস্তায় আটকে থাকতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আরও কয়েক বছর এভাবে যেতে থাকলে এইসব সমস্যাগুলো কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

৫. এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ধারণাটি সবার সামনে তুলে তুলে ধরেন। দেশের বিভিনস্থানে গড়ে উঠতে পারে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ, যেখানে মৎস্য চাষ বেশি সেখানে মৎস্যকে কেন্দ্র করে মৎস্যকেনিদ্রক

একটি টাউনশিপ, কলকারখানা যেখানে বেশি সেখানে করকারখানা কেন্দ্রিক একটি টাউনশিপ এইভাবে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এমনভাবে গড়ে উঠবে যাতে থাকবে সকল ধরনের নাগরিক সুযোগ- সুবিধা। সম্প্রতি সরকারের কৃষি জমি রক্ষায় গৃহিত পদক্ষেপ, সাটটি বিভাগে সাটটি ইউনিয়নে জনগণণের একই স্থানে বসবাসের গৃহিত পাইলট প্রজেক্টেকে তিনি সাধুবাদ জানান। যদিও আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, সকল নাগরিক সুযোগ- সুবিধা হয়তো সেখানে পাওয়া যাবে না। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপের চেয়ে ভালো বিকল্প আর নাই।

৬. মুফতি মো. ওলিউল্লাহ আলোচনায় অংশ নিয়ে তার মক্কা- মদীনা সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, সেখানে বাড়িগুলোর অবস্থান একেকটি থেকে আরেকটি দূরে দূরে নয়। যেখানে বসতি সেখানে একসাথে অনেকগুলো বাড়ি, এর বাইরে অনেক পাহাড়- পর্বত, পতিত এলাকা, যদিও সেসব চাষযোগ্য নয়।তিনি বলেন সবার ঘর বাড়ি নির্দিষ্ট একজায়গায় হলে ইলেকট্রিসিটি, পানি ইত্যাদির লাইন আনার জন্যও সুবিধা। ঢাকার উদাহরণ টেনে বলেন, ঢাকার নাম হচ্ছে ফাঁকা, ঢাকা গেলে মনে হয় অশান্তির জন্য সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে পালাই। প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, ঢাকায় কেন্দ্রীভূতভাবে এখন যেসব সুবিধাদি রয়েছে সেসব যদি এখানে পাওয়া যায় তবে আমরা কেন ঢাকা যাব?

৭. মো.সাদেক বলেন, এটা নিজের প্রয়োজনীয় কাজ। উদ্যোগটা ভাল উদ্যোগ। নিজের পরিবারের কথা বলেন, তারা পাঁচ ভাই ছিলেন, পাঁচ ভাইয়ের এখন আলাদা আলাদা বাড়ি। পাঁচ ভাইয়ের সন্তানরা এখন বড় হয়ে আলাদাভাবে বাড়ি করে বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে পড়েছে।

৮. আব্দুল গফুর মঞ্জু উল্লেখ করেন, বাড়ি- ঘর, রাস্তার পাশাপাশি আমরা যত্রতত্র মসজিদ- মক্তব গড়ে তুলছি। পাড়ায় পাড়ায়, বংশকেন্দ্রিক, পারিবারিক মসজিদ নির্মাণে আমরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ি। আর এই এলাকার প্রবাসী অনেক হওয়ায় নতুন নতুন বাড়ি তৈরির হিড়িক লক্ষ্য করা যায়।

৯. মাওলানা আবুল কাশেমের মত, এই এলাকার অনেকেই এখন আর কৃষি কাজ করে না। সবাই চালের বস্তা কিনে খায়। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, যদি এমন দাঁড়ায়— যে এলাকার লোকজন চাল উৎপাদন করে, তারা যদি বলে, আমরা তোমাদের কাছে চাল বিক্রি করব না, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? আমরা কি চাল পাব? এমন হলে আমরা কী খেয়ে বাঁচব?আমরা যদি সবাই বসবাসের জন্য এক জায়গায় চলে যাই, তাহলে ধান চাষের জন্য অনেক জায়গা পাওয়া যাবে। অনেক জায়গা আমরা খালি পাব। সেইসব জায়গায় চাষাবাদ করা যাবে।

১০. প্রবাসী নুরুল ইসলাম মালয়েশিয়ার উদাহরণ টেনে বলেন, সেখানে রাবার বাগান করে, পামওয়েল চাষ করে অনেকদূর সামনে এগুনো গিয়েছে। এই ধরনের কার্যক্রম যদি আমাদের এখানে নেওয়া যেত, তাহলে অনেক বেকার যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসত। কেবলমাত্র বিদেশে যাবার চেষ্টা না করে দেশের কল্যাণে বেশি করে অবদান রাখতে পারত।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে প্রাণবন্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ও সকলের মতামত মনোযোগ সহকারে শুনেন।

এই আলোচনা সভায় যেসব প্রশ্নাবলী ও মতামত সামনে চলে আসে সেগুলো হচ্ছেঃ

- কমপ্যাক্ট টাউনশিপ তৈরির জন্য যে জায়গাটি সেটি আসবে কী করে?
- কমপ্যাক্ট টাউনশিপ আপনারা কী রূপে চান, জনগণ কী রূপে চায়, সেটি মিলিয়ে দেখতে হবে।
- প্রবাসীরা অনেক অবদান রাখতে পারে কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ক্ষেত্রে। কারণ বিদেশে অবস্থান কালীন সময় তারা কমপ্যাক্ট টাউনশিপ দেখতে পারায় কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ধারণাটা তাদের কাছে অনেক পরিষ্কার। অর্থের দিক দিয়েও তাদের সাহায্য, পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।
- কমপ্যাক্ট টাউনশিপ কী হবে সমষ্টিগতভাবে(on the basis of Cooperative) না সরকারিভাবে?
- আমি একজন গ্রামের লোক, আমি গ্রামে থাকতে চাই। কথা হলো, আমি কী চাইব কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ভেতর যেতে? বা আমি হয়তো চাইলাম, আর একজন চাইল না তখন কী হবে?
- আপনারা কী জমি কিনে, নাকি টাকা পয়সা দিয়ে একতাবদ্ধ করবেন?
- সরকার উদ্যোগ নিলে মনে হয় ভালো হয়।
- গরীবেরা কোথায় যাবে? কমপ্যাক্ট টাউনশিপে গরীবদের অংশগ্রহণের সুযোগও যাতে থাকে।
- দারিদ্র দূরীকরণে আমাদের সরকার কি করছে? আমাদের করণীয় কী?

সবার আলোচনা শেষে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড.আবুল হোসেন কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন।পরিশেষে, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক আলোচনাসভার সভাপতি ডা. আবুল মোমেন ভুঁইয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।